R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
একাধারে ভাল, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ২৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ২৫শে নভেম্বর, ১৯৮৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০,টাকা

শ্রমিক অশান্তির ক্ষয়রোগে এন টি পি সি ধুঁকছে

নবারুণ পয়েন্ট : ফরাক্কা এন টি পি সি সূত্রে জানা যায় গত কয়েকদিন হতে দুটি ইউনিট থেকে গড়ে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। এই দুটি ইউনিটের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা মোট ৪০০ মেগাওয়াট। আর কিছুদিনের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে কর্তৃপক্ষ মহল মনে করেন। কয়লা পরিবহণের জন্য এম জি আর রেলওয়ে লাইনটি চালু হলে বিহারের লালমাটিয়া থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ প্রকল্পে কয়লা আসতে শুরু করবে। কয়লা যোগানে তখন আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাজের গতিও বৃদ্ধি পাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই রেল লাইনটির উদ্বোধন হচ্ছে ২৮ নভেম্বর ৩য় ইউনিটটিও এ বছরের শেষ নাগাদ কয়লার সাহায্যে চালু হয়ে যাবে বলে খবর। এম জি আর রেল লাইনের কল্যাণে কয়লা যোগান অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় ৮৮ সালের গোড়ার দিকেই প্রথম ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি ইউনিট থেকে বর্দ্ধিত হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে।

পরের পর্যায়ের ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ইউনিটের পাইলিং ও ফাউণ্ডেশনের কাজ চলছে। এই ইউনিট দুটি নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছেন গ্যামান ডানকা লি এণ্ড কোং নামে এক ঠিকাদারী সংস্থা। উক্ত সংস্থার জনৈক প্রতিনিধি জানান গত ক'মাস ধরে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ দ্রুত কাজের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে গত ১৫ মাসে গড়ে তিন মাসের মত কাজও হয়নি। গত ২ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে রয়েছে। অবশ্য কর্তৃপক্ষ মহল কাজ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তারজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে অগ্রগতি হলেও, বন্ধদিন গুলিতে বেতন দেবার যে দাবী শ্রমিক। তুলেছেন কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের বক্তব্য—এ দাবী যুক্তিহীন ও মেন (৫ম পৃষ্ঠায়)

বন্যায় জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় দু'কোটি টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিগত বন্যায় জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকের ১৮ হাজার একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। অর্থমূল্যে এই ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকারও বেশী। ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক ৪,৪:৮ একর, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক ৪,৪২৪ একর, সুতী ১নং ২,১০০ একর, সুতি ২নং ২,৪৬০ একর, সামসেরগঞ্জ ১,১৮০ একর, ফরাক্কা ১,০০০ একর এবং সাগরদীঘি ব্লকে ২,১০০ একর। ফসলের অর্থমূল্য যথাক্রমে ১০ লক্ষ, ১৮ লক্ষ, ৯ লক্ষ, ৪০ লক্ষ, ৬ লক্ষ, ১৩ লক্ষ এবং ২ লক্ষ টাকার মত সরকারী সূত্রে জানা যায় বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সরকারী সাহায্য বাবদ ৪৭৪ মেট্রিকটন চাল ০৬ মেট্রিকটন গম, ১৫.০৯৫ মেট্রিকটন আটা, ড্রাইফুড ৯৫ ব্যাগ (২২০ কুইন্ট্যাল), গুঁড়ো দুধ ৬৬ ব্যাগ ও ১২-০৫ কুইন্ট্যাল গুড় দেওয়া হয়। বিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে ৪৭৫ খানা ধুতি, ৩০০ খানা শাড়ী, শিশু পোষাক ১০০ খানা, ত্রিপল ৪৩০০ খানা, হোগলা ১২,৬১২ খানা ও নগদ অর্থ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সাহায্য বাবদ দেওয়া হয়। কান্দীতে ও বহরমপুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রীর বিবৃতি বিভ্রান্তকর

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ জেলায় এ বছরের সর্বনাশা বন্যার পরে পরেই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী মহঃ ওয়াহেদ রেজার বিবৃতি বিভ্রান্তিমূলক বলে জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ মনে করেন। মহঃ রেজার বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিতও হ'য়েছে। ঐ বিবৃতিতে কোথাও জঙ্গিপুর মহকুমার ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়নি। তিনি বলেছেন—বড়ঞা ব্লকের ১৩টির মধ্যে ১১টি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত। কান্দি, সালার (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস কর্মীর গৃহে ফরওয়ার্ড ব্লকের সভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৪ নভেম্বর ফুলতলায় নয়া কংগ্রেস কর্মী মহঃ মুসার বাড়ীতে ফরওয়ার্ড ব্লকের এক কর্মী সভা হয় বলে খবর। ঐ সভায় নাকি ফরওয়ার্ড ব্লকের দুজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন ফঃ ব্লকের স্থানীয় নেতা মহঃ টুনু মির্জাকে ঐ বৈঠক সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি কোন উত্তর দিতে নারাজ হন। উল্লেখ্য, মহঃ মুসা কিছুদিন পূর্বে আর এস পি দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

দুর্গত মানুষদের নিয়ে রাজনীতি চলছে

জঙ্গিপুর : সরকারী আদেশ অনুযায়ী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের দুর্গত মানুষদের তালিকা গঠনে গিরিয়া অঞ্চলের কংগ্রেসী প্রধান ঘৃণ্য রাজনীতির খেলা শুরু করেছেন। অভিযোগ, দুর্গত মানুষদের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী সমর্থক বলে পরিচিত তাঁদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছেন না, সেই জায়গায় কংগ্রেস সমর্থকদের নাম (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

পুনর্মূল্যায়ন

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাণপুরুষ, আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নয়নমণি, দেশ-মাতৃকার হৃদয়ের ধন এবং সকলের পরমপ্রিয় আপোষহীন যোদ্ধা নেতাজীর পুনর্মূল্যায়ন শুরু হইতে চলিয়াছে। সংবাদপত্রে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এক-সময় বলিয়াছিলেন যে, অতীতে ভারতীয় সাম্যবাদপন্থীরা যে সব ভুল করিয়াছে, তাহার একটি হইতেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান বুঝিতে না পারা। তখন কিন্তু নেতাজীর সম্বন্ধে কোন বিরূপ সমালোচনা হয় নাই। অবশ্য জমানা বদলাইয়াছে, তাই এই বীর সৈনিকের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নূতন করিয়া মূল্যায়ন করা হইতেছে। এক সি পি এম দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিষ্টরা ছাড়া এই দেশের পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি স্বাধীনতা লাভের কথা কেহই ভাবিতে পারে নাই। অতএব স্বাধীনতালাভের জন্য যাহা কিছু তাহা তৎকালীন কমিউনিষ্টরাই করিয়াছিল। ইহাই যদি প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তবে নেতাজী এবং আর সব সংগ্রামী মানুষদের কথা আর ভাবা যায় না। কিন্তু একদা নেতাজীর মহৎ অবদানের কথা স্বীকার করা যদিচ হইয়াছিল, তবু এখন তিনি নাকি ফ্যাসিস্তপন্থী, সমাজতন্ত্রের বিরোধী এবং বুর্জোয়া নেতা হিসাবে চিত্রিত হইতে চলিতেছেন।

অতএব ইহা এক নূতন ইতিহাস-বিচার। বামপন্থী আন্দোলনের যিনি প্রধান পুরোহিত ছিলেন, ভারতে সমাজতান্ত্রিক চেতনার ব্যাপারে যাহার লেখায় ও ভাষণে উজ্জ্বল স্বাক্ষর আসে, যাঁহার জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনাও আজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে, সেই সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে নয়া ইতিহাস রচিত হইতে চলিয়াছে। নেতাজীর ফ্যাসিস্তবাদ সমর্থন বা তাঁহার ভুল নীতি ইত্যাদি সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ইহা অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও নেতাজী আজও ভারতের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শ্রদ্ধার অক্ষয় আসনে সমাসীন। সুতরাং এই নেতাজীর সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন ইতিহাসই আর রচিত হইবে না। নেতাজী স্বয়ং তাঁহার ইতিহাস আর সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা এই দেশেরই জনমানস। অতএব শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য, লোকের মনে প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য যাহাই করা হউক, নেতাজীর ইতিহাসকে যত অপব্যাখ্যাই দেওয়া হউক, তাঁহার সম্বন্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করা আদৌ সহজ নহে। এই পুনর্মূল্যায়ন সযত্নে রক্ষিত যেখানেই থাকুক, মানুষ তাহাতে প্রভাবিত হইবে না।

উপেক্ষিত জঙ্গিপুরের লোকসংস্কৃতি

বিশেষ প্রতিবেদক : রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা লোক-শিল্পীদের যোগ্য মর্যাদা দিবেন। দুঃস্থ লোক-শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দিবেন এবং যাঁরা লোকসংস্কৃতির চর্চা করেন তাঁদের উৎসাহিত করবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জঙ্গিপুর মহকুমার লোকশিল্পী ও লোকসংস্কৃতি চর্চাকারীরা সব রকমে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হচ্ছেন। মহকুমার দুঃস্থ লোকশিল্পীরা আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সম্প্রতি অমৃতকুণ্ডে অনুষ্ঠিত জেলা লোক উৎসবে এই মহকুমার একজন প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানান হয়নি। বহরমপুরের রবীন্দ্র-সদনের অনুষ্ঠানে কান্দীর পুলকেন্দু সিংহের হস্তক্ষেপে কান্দীর শিল্পীরা স্থান পেলেও এই মহকুমা উপেক্ষিত হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে গুণী শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা দানের চেষ্টা চলছে। সে ব্যাপারেও জঙ্গিপুর মহকুমাকে উপেক্ষা করে জেলার অন্য তিনটি মহকুমার শিল্পীদের অর্থ সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাজ্যস্তরে এই মহকুমার কোন প্রতিনিধি কমিটিতে নেওয়া হয়নি। জঙ্গিপুর মহকুমায় লোক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম বরুণ রায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ ভকত, কুণাল কান্তি দে। তাঁদেরকে ইচ্ছা করে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। এই মহকুমায় অনুষ্ঠিত জেলা লোক সংস্কৃতি উৎসবে স্থানীয় কিছু শিল্পী স্থান পেলেও পরবর্তীতে রাজ্যস্তরে বা দিল্লীতে আপনা উৎসবে এই মহকুমাকে উপেক্ষা করে কান্দী মহকুমাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

যে শিল্পীদের উপেক্ষা করা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী যুধিষ্ঠির ঘোষ আছেন যিনি স্থায়ীভাবে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া আছেন পুতুল নাচে ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ দাস, কার্তিক-চন্দ্র ভাস্কর। বাঁশীতে ধনপতনগরের কিন্নর মণ্ডল। চাঁই বিয়ের গানে জয়ন্তী মণ্ডল, নীরজা মণ্ডল, উমা মণ্ডল, মিনতি মণ্ডল, অলকা মণ্ডল। কবিগানে শ্রীচরণ মণ্ডল, শরৎচন্দ্র মণ্ডল, তারাপদ মণ্ডল। বাউল গানে শান্তানন্দ দাস। মনসা গানে তারাপদ সিংহ, দীনবন্ধু দাস, রবীন্দ্রনাথ সাহা, অক্ষয় সাহা, হরিপদ মণ্ডল। দরবেশে নকুলচন্দ্র মণ্ডল। আদিবাসী নৃত্যে লক্ষ্মী হাঁসদা, আলো কিস্কু। এছাড়াও মহকুমায় বহু গুণী লোক-শিল্পী আছেন যাঁদের স্থায়ী আর্থিক সাহায্য না করলে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককলা এই এলাকা থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে।

নলিনীকান্ত মৃত না জীবিত!

তালাসী পত্রিকার পঞ্চমবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৭ তে অন্য সম্পাদকীয়তে প্রথম লাইন 'কথায় বলে –"Fact is Stronger to fiction' কথাটি চোখে পড়লো। তিনি শেষ প্যারায় আরো লিখেছেন – "এটা বেমালুম ঘটে যাচ্ছে ফ্যাক্ট আর ফিকশানের কারসাজিতে।" সম্পাদকের এই কথা ও অনুভূতি যে কত সত্য তা বোঝা গেল 'কাঞ্চনতলার কাপ' শীর্ষক রচনার লেখক নলিনীকান্ত সরকার সম্বন্ধে কয়েকটি কথায়। সম্পাদক লিখেছেন –"তিনি এখনও জীবিত। পণ্ডিচেরী আশ্রমে থাকেন। তাঁর অনুমতি-ক্রমে ছয়টি কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এহো ফিকশন। ফ্যাক্ট কিন্তু একথা বলে না। কেননা নলিনীকান্ত সরকার গত ১৯৮৪ সালের ১৮ই মে পণ্ডিচেরীতে পরলোকগমন করেছেন। তিনি বর্তমানে তালাসী পত্রিকার সম্পাদককে অনুমতি দিলেন কীভাবে তা আমরা বুঝতে অক্ষম। সত্যই Fact is stronger to fiction.

সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতির কর্মীসভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২২ নভেম্বর সদরঘাট সুপার মার্কেট প্রাঙ্গণে সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার কর্মী সম্মেলন ও জনসভা হয়। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১২০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন। বিকেলের প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন অমৃতলাল চক্রবর্তী। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি উমাপদ পাল, জেলা সম্পাদক সরোজকুমার রায়চৌধুরী, রাজ্য যুগ্ম-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ দত্তবণিক, সংগঠন সম্পাদক মনোমোহন রায় ও চিত্ত মুখার্জী। বক্তারা সকলেই বাংলাদেশী মুসলমানদের বৃহৎ সংখ্যায় বিভিন্ন সীমান্ত জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশের বিষময় ফল উপস্থিত জনতাকে বুঝিয়ে বলেন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মুসলীম তোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা আবার ভারতবর্ষকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে জাতিগতভাবে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র রুখতে সকলকে সজাগ হবার ডাক দেন।

একুশে নভেম্বরের সেই রক্ত-ঝরা দিন

বরুণ রায়

যাদের রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাদের অনেকের কথাই আজ আমরা ভুলতে বসেছি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অসম সাহসিকতা, চরম আত্মত্যাগ ও আবেগে আলোড়িত সংগ্রামের বহু খণ্ডচিত্রও আজ বিস্মৃত, ইতিহাসের পাতা থেকে অপসৃত। দেশের যুবসমাজ সেই অতীত গৌরবের কাহিনী জানে না। ১৯৪৫ সালের একুশে নভেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমনই একটি রক্তস্নাত দিন।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এতাবৎকালের অনুসৃত সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে নতুন পথে মোড় নেয়। কংগ্রেস নেতারা সংগ্রামের ডাক দিয়ে শুরুতেই নিজেরা জেলে চলে যান। আগামী দিনের সংগ্রাম কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে জনসাধারণের সামনে তাঁরা কোন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী রেখে যাননি। ফলে এই প্রথম বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার করে সংগ্রামের কর্মপন্থা স্থির করে নেয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নতুন আঞ্চলিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এর পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেস নেতৃত্ব আর কখনও গণ-আন্দোলনে সামিল হয়নি। ছাত্র ও যুবসমাজ আপোষকামী কংগ্রেস নেতৃত্বের হাত থেকে লড়াইয়ের ঝাণ্ডা ছিনিয়ে নেয়।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াইয়ের খবরা-খবর কৌশলী ইংরাজরা জনসাধারণকে জানতে দেয়নি। এবার সেই লড়াইয়ের পুরো খবর প্রতিদিনই জনসাধারণের কাছে এসে পৌঁছতে শুরু করল। পাড়ায় পাড়ায় যুবকদের কণ্ঠে আজাদী রণসঙ্গীত—'কদম কদম বঢ়ায়ে যা,' রণধ্বনি—'চলো দেহলি,' 'জয় হিন্দ্।' আসাম ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোর বর্ষায় প্রতিকূল পরিবেশে ইংরাজ আমেরিকার বিপুল রণসম্ভার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের মৃত্যুপণ লড়াই। কোহিমার প্রান্তরে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা উড়ানো, ঝাঁসি নারীবাহিনী, বালকবাহিনী, নেহেরু ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড! আর সকলের উপর সর্বাধিনায়ক নেতাজীর সেই উদাত্ত আহ্বান—'তুম্ হামকো খুন দো, ম্যয় তুম্কো আজাদী দুঙ্গা।' সে ডাকে আপন বুকের রক্তে অঞ্জলি ভরে এগিয়ে এল ছাত্রসমাজ।

ঠিক তখনই দিল্লীর লালকেল্লায় শাহ্ নওয়াজ খাঁদের বিচার শুরু হয়েছে। কলকাতার বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের সসম্মানে মুক্তির দাবীতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা ডাকল। সেদিন ১৯৪৫ সালের ১১শে নভেম্বর। রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ছাত্রদের নিয়ে আমিও সে সভায় সামিল হয়েছি। সভা শেষে ছাত্র মিছিল ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে যাত্রা শুরু করল। চাঁদনী চক ও নিউ সিনেমার কাছে ম্যাডান ষ্ট্রীটের মুখে পৌঁছে দেখা গেল সামনে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে সশস্ত্র পুলিশ গোটা রাস্তা ব্যারিকেড করে 'পজিশন' নিয়েছে। দু'পাশে ঘোড়সওয়ার পুলিশ।

শোভাযাত্রী ছাত্ররা বাধা পেয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে রাস্তার উপর বসে পড়ল। ছাত্রনেতারা একের পর এক বক্তৃতা শুরু করল। হঠাৎ কোথায় থেকে কয়েকটি ঢিল এসে পড়ল। তারপরই ঘোড়সওয়ার পুলিশ চার্জ করল। সাময়িক কিছুটা বিহ্বলতা সামলে ছাত্ররা খুঁটি গেড়ে বসে রইল। তারপরেই শুরু হল বেপরোয়া টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া। চারিদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার। চোখ জ্বালা করছে। ছাত্রদের সাহায্যে এবার এগিয়ে এল কলকাতার নাগরিকরা। রাস্তার দু'পাশের বাড়ীর বারান্দা ও ছাদ থেকে বালতি বালতি জল ছাত্রদের উপর এসে পড়ছে। সেই আমাদের প্রথম টিয়ারগ্যাসের সঙ্গে মোকাবিলা। টিয়ারগ্যাসকে অকেজো করতে জল যে মহাস্ত্র তাও সেদিন প্রথম জানলাম।

এবার পুলিশ লাঠিচার্জ করল। অহিংস ছাত্রদের উপর হিংস্র বেপরোয়া লাঠিবাজি। আহত বন্ধুরা পড়ে যাচ্ছে। সঙ্গীরা তাদের তুলে নিয়ে হাসপাতাল বা কাছাকাছি ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। হঠাৎ পর পর কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ। আমাদের খুবই কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা একটি ছেলে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল। ৪।৫ জন ছেলে ধরাধরি করে আহত ছেলেটিকে অ্যাম্বুল্যান্স ভ্যানে তুলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দিল। সেদিন রাত্রেই ছেলেটি মারা গেল। সেদিনের প্রথম শহীদ রামেশ্বর ব্যানার্জী।

ছাত্ররা কিন্তু পিছু হটল না। গোটা রাত্রি ছাত্ররা আর পুলিশ রাজপথে মুখোমুখি বসে রইল। রাত্রেই কলকাতার কংগ্রেস নেতাদের কাছে ছাত্ররা খবর পাঠাল। কিন্তু কোন কংগ্রেস নেতা, এমন কি শরৎ বোসও ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন না।

কিন্তু পরের দিন ২২শে নভেম্বর সারা কলকাতা পথে নেমে এল। বেলা ১১ টায় দেখা গেল নিউ সিনেমা থেকে মৌলালি পর্যন্ত বিপুল উত্তাল জনসমুদ্র। বেগতিক অবস্থা দেখে ইংরাজ শাসকরা ১৪৪ ধারা তুলে নিয়ে পুলিশ সরিয়ে নিল। সগর্বে এগিয়ে চলল লক্ষ ছাত্র-জনতার বিজয় মিছিল গভর্ণর হাউস, ডালহাউসী স্কোয়ার পরিক্রমা করে

কলকাতার বুকে সেই ২১শে নভেম্বর ছাত্ররা যে মৃত্যুপণ সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের সূচনা করেছিল পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র, যুবক, নৌ-সৈন্য, পুলিশ, সরকারী কর্মচারী—সকলের কাছেই তা আলোকবর্তিকার মত প্রেরণা হয়ে থেকেছে। রক্তস্নাত একুশে নভেম্বর, তোমাকে আমরা ভুলব না।

স্কুল বাড়ীর ভাড়া গুণে পুরসভার অর্থ নয়ছয় হচ্ছে

জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর পুরসভার পরিচালনাধীন প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য পুরসভাকে বেশ কয়েক হাজার টাকা ভাড়া গুণতে হয় বলে খবর। যে সমস্ত স্কুল উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে চলে সেগুলির অর্থ তাও উচ্চ বিদ্যালয় ফাণ্ডে জমা পড়ায় সার্থক হচ্ছে বলে মনে করা যায়। কিন্তু বেশ কিছু প্রাথমিক স্কুলবাড়ি কয়েকজনের ব্যক্তিগত বাড়ীতে চলতে থাকায় পুরসভাকে মোটা টাকা অযথা খরচ করতে হচ্ছে বলে পুরবাসীরা মনে করেন। একদিকে পুরসভার খাস জমিগুলি জবর দখল হয়ে চলেছে অপরদিকে স্কুলগৃহের নিজস্ব ব্যবস্থা না করে কর্তৃপক্ষ মাসে মাসে পৌনঃপুনিক ব্যয়ভার বহন করে চলেছেন। বুদ্ধিজীবী মহলের অভিমত পুরসভা অনায়াসেই তাঁদের খাস জমিতে স্কুল গৃহগুলি নির্মাণ করে এই ব্যয়ভার হ্রাস করতে পারেন। কয়েকটি বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ প্রশ্নও উঠেছে, সামান্য একচিলতে চালা ঘরে চারটি ক্লাস করতে হচ্ছে। কিন্তু ভাড়া বাবদ সেই সব ঘরের মালিকদের ১৫০/২০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। তার উপর বছর বছর ভাড়া বাড়ানোও হচ্ছে। জঙ্গিপুরের একটি প্রাথমিক স্কুলগৃহের মালিক পুরসভার এত প্রিয়পাত্র যে তিনি আবেদন করা মাত্রই ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। সেক্ষেত্রে ঘরের আয়তন সুবিধা অসুবিধা চিন্তা করাও হয় না। জনসাধারণের অভিযোগ, পুরকমিশনাররা কয়েকজনকে অনুগৃহীত করতে জেনে শুনেই এ কাজ করে চলেছেন ও জনগণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।

GOVT. OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate, Murshidabad
Motor Vehicles Department
NOTICE

Applications from the intending candidates for grant of inter-regional Express stage carriage permits are invited on the following route :

The applications in the prescribed form will be received in the office of the undersigned upto 12 noon of 6. 1. 88.

The form of application will be available from the office of the undersigned on production of a receipted copy of challan for Rs. 10·00 (Rs. ten) only being application fee

The applications will be considered in a metting of the Regional Transport Authority Board in due course.

Name of the route : Berhampore to Howrah via Krishnagar (N. H. 34), Santipur, Ranaghat, Barasat, VIP Road, Uttadanga, Sealdah Esplanade, Strand Road.
Class of permit : Permanent
No. of permits : 10 (ten) (one round trip)

Sd/- Secretary
Regional Transport Authority, Murshidabad

পতাকা দিবস

আগামী ৭-১২-৮৭ পতাকা দিবস। সৈনিক ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের কল্যাণার্থে স্মারক পতাকা ক্রয় ও মুক্ত-হস্তে দান করার জন্য সকলের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জেলা শাসক/মুর্শিদাবাদ

অভিনব প্রচার

হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপোরেশন লিঃ বিপণন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল মোতি ইউরিয়ার ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে এক অভিনব প্রচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি কথা-বল-পুতুল নামে পরিচিত। করপোরেশনের বিভিন্ন ডিলার ভাইদের সাহায্যে এই অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জাতীয় সংহতি দিবস

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৯ নভেম্বর মহকুমা শাসকের দপ্তরে 'রাষ্ট্রীয় একতা সপ্তাহে' প্রথম দিনটি জাতীয় সংহতি দিবস হিসাবে পালিত হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে উৎসব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংহতির শপথ বাক্য পাঠ করান সভাপতি উপ-মহকুমা শাসক সুনীল চট্টোপাধ্যায়। জাতীয় সংহতির উপর বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহঃ আবু সালেহ, শিক্ষিকা সুষমা চন্দ্র, শিক্ষক সুবোধ দাস, যুব কল্যাণ আধিকারিক কুণাল রায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

[মহকুমা তথ্য দপ্তর]

জাতীয় মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

১৯৮৭ সালের জন্য রাজ্য পর্যায়ে জাতীয় মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৭ (রবিবার) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন এবং আই সি এস সি কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত বিদ্যালয়ে বর্তমান বছরে দশম শ্রেণীতে পাঠরত এবং নবম থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ গত বৎসরের পরীক্ষায় শতকরা কম-পক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর প্রাপকরাই এই পরীক্ষায় বসতে পারবে।

রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা

জঙ্গিপুর : গত ১৯ নভেম্বর জঙ্গিপুর কলেজ ও স্কুলে রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষা কেন্দ্র দুটিতে পরীক্ষায় বসেন। উল্লেখ্য, এই প্রথম এখানে রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। মফঃস্বলের পরীক্ষার্থীদের অধিক অর্থ ব্যয় করে অন্যত্র পরীক্ষা দিতে যেতে হল না। পরীক্ষার্থীরা এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ম্যাকেঞ্জি পার্কের কাছে ইন্দিরা পল্লীতে (মাষ্টারপাড়া) বসতবাড়ীর উপযোগী জায়গা বিক্রয় আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

চুনিলাল গুপ্ত
ইন্দিরা পল্লী (মাষ্টারপাড়া)
রঘুনাথগঞ্জ

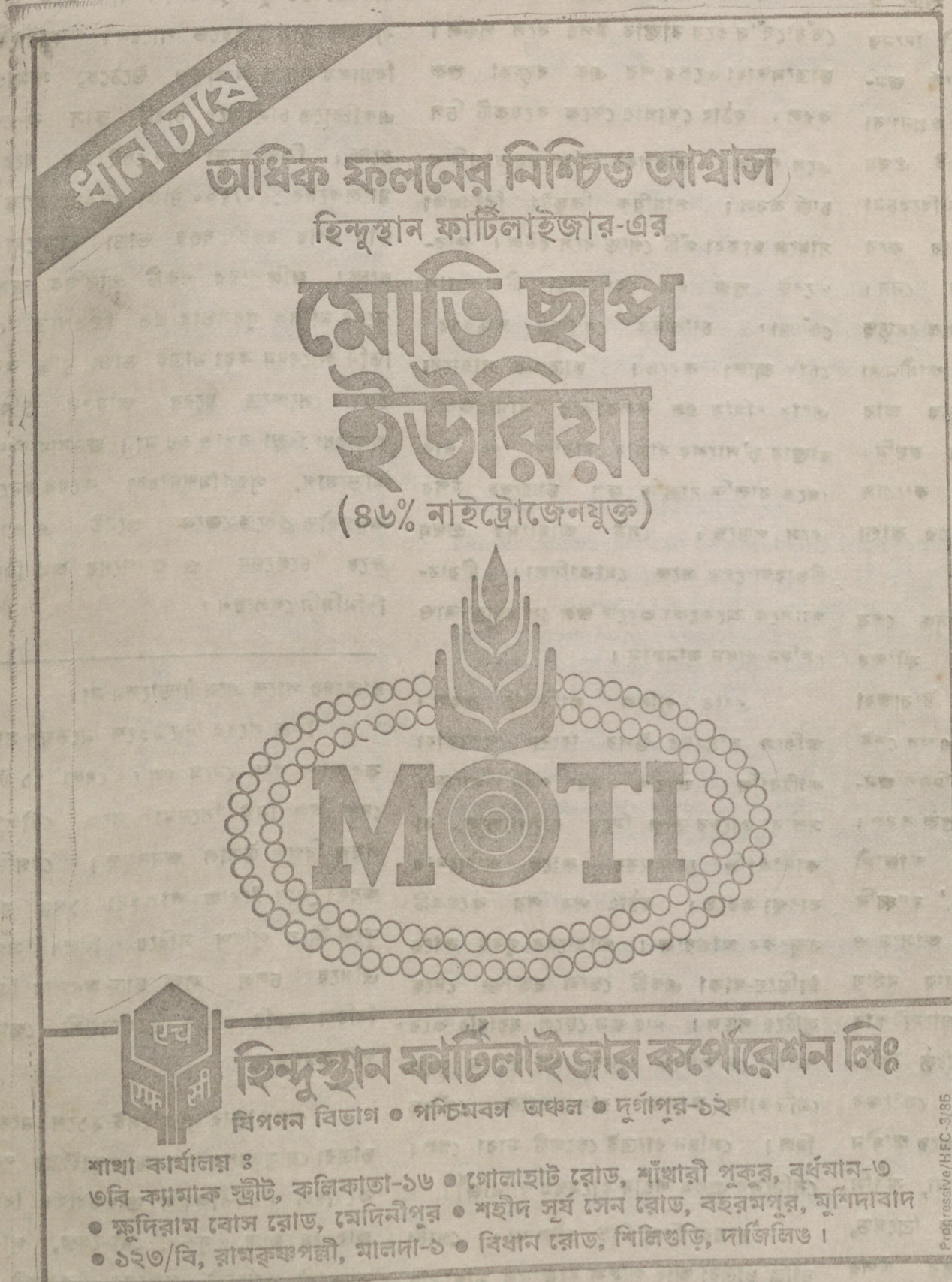

বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও যে কোন অনুষ্ঠানের কার্ড আমরা কলকাতার দামে সরবরাহ করে থাকি। অবশেষে/ভোম্বল পণ্ডিতের দোকান/রঘুনাথগঞ্জ

নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির তৎপরতা

রঘুনাথগঞ্জ : বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবীতে এস ডি পি ও এবং স্থানীয় থানার ও সির কাছে ডেপুটেশন দেন। শ্রীঘোষালের সঙ্গে ছিলেন অরুণ সরকার, তারু সিং, বিনোদ সিংহ রায়, অরবিন্দ সিংহ রায় প্রমুখ কংগ্রেস সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ বর 'আশাপূর্ণা' কালীপূজাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে আশাপূর্ণা কালী মণ্ডপের আশে-পাশে পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

বি এস এফের মোটর সাইকেলে কিশোরের মৃত্যু

সম্মতিনগর : সম্প্রতি বি এস এফ জোয়ানের মোটর সাইকেলে চাপা পড়ে জনৈক কিশোর প্রাণ হারিয়েছে স্থানীয় প্রাদেশিক সড়কে। ঘটনাটি এই অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগক্রমে বি এস এফের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে ঘটনাটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় বিধায়কের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

এন টি পি সি ধুঁকছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিক ইউনিয়নের দাবী—ঠিকাদারী সংস্থার অনমনীয় মনোভাবের ফলেই কাজ বন্ধ রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাজ বন্ধ থাকলেও শ্রমিকদেরকে পার্ট শ্রমিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্বও ঠিকাদারী সংস্থার। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে শ্রমিক বিরোধ খুব তাড়াতাড়ি মিটে গিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একটি ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ইউনিটকে অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যাবার যে খবর সংবাদ পত্রে প্রকাশ হয় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে এন টি পি সির জনৈক মুখপাত্র তা ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেন। এ ধরনের কোন খবর তাঁরা জানেন না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আরো জানান, ইউনিট অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার সংবাদ গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়।

কংগ্রেসীদের হাতে বি ডি ও লাঞ্ছিত

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ডেপুটেশনের অজুহাতে একদল কংগ্রেস কর্মীর হাতে লাঞ্ছিত হন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বি ডি ও সেলিম পটুয়া। খবরে প্রকাশ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের প্রয়োজনমত ঋণ বিলি, গ্রামীণ রাস্তাগুলির সংস্কার, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আর্থিক সহায়তা দান, বি ডি ও অফিসের কর্মীদের কাজে ঢিলেমি দূর করা ইত্যাদি বিভিন্ন দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একদল কংগ্রেস কর্মী ব্লক অফিসে চড়াও হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা । নিউ দিল্লী

NTPC **National Thermal Power Corporation Ltd.**

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O NABARUN : 742236 : MURSHIDABAD (W. B.)

REF : FS : 42 : MD : PI-740

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders (in duplicate) are invited from reputed manufacturers and/or their authorised distributors for supply of different sizes of seamless steel pipes.

TERMS & CONDITIONS :—

1. Tender documents can be purchased from the office of the Chief Materials Manager on any working day on and from 20. 11 87 either in person or by Post against payment of tender fee Rs 50/- per set to NTPC Ltd.Farakka in the form of demand draft or postal order encashable to P O. Khejuriaghat, Dist. Malda, which is non-refundable (Money Order will not be acceptable). Last date of Sale of tender documents will be 16. 12 87.

2. Tender documents will be issued only to manufacturers and/or their authorised distributors after scrutiny of credentials which includes copies of purchase orders from reputed organisation etc. to be furnished alongwith their request for issue of tender documents. However, issue of tender documents will not automatically mean that such bidders are considered qualified. NTPC reserve the right to alter the qualifying requirements,

3. NTPC will not be responsible for non-receipt/late-receipt or loss of tender documents in postal transit.

4. Tender documents are not transferable.

5. NTPC will also use the tender notice for enlistment of vendors for similar requirements in future.

The receipt of tender will be closed at 10-00 hrs. on 23. 12. 87 and tenders will be opened at 11-00 hrs on the same day.

Chief Materials Manager
for and behalf of National Thermal Power Corp Ltd.
Farakka Super Thermal Power Project

অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ নভেম্বর এখানে দু'জন বাংলাদেশী ধরা পরে। লোক দুটির কাছে দুটি চিঠি ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায়নি। চিঠি দুটি বাংলাদেশের কোন এক ব্যক্তির লেখা। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায় লোক দুটি বাংলাদেশের অধিবাসী এবং তাদের কাছে কোন বৈধ পাশপোর্ট নাই। পুলিশ তাদের বৈধ অনুমতি না নিয়ে এদেশে অনুপ্রবেশের অপরাধে গ্রেপ্তার করে ও কোর্টে চালান দেয়।

মন্ত্রীর বিবৃতি বিভ্রান্তিকর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্লক সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। হিজল পদমকান্দি, ঝিল্লী ভাসছে। জলে ডুবে আছে বেলডাঙ্গা নং ব্লকের শক্তিপুর, সাটুই, রাঙামাটির চাঁদপাড়া। এছাড়াও সাবিত্রীনগর, সুভাষনগর, আন্দেরীনগর, বহরমপুর ব্লকের সন্তোষনগর, নলকোষা, সাটুই-এর হটনগরের অবস্থা খারাপ। মন্ত্রীর এই বিবৃতি থেকে বেশ বোঝা যায় জঙ্গিপুরের বন্যা সম্বন্ধে তিনি অবহিত নন বা জঙ্গিপুরের বন্যা পরিস্থিতিকে তিনি ভয়াবহ মনে করেন না। এখানকার বন্যার্ত মানুষেরা তাঁর বিবৃতি দেখে হতবাক। তাঁরা মনে করেন এতদ্দ্বারা মন্ত্রীমহোদয়ের মন্ত্রী হিসাবে অযোগ্যতায় প্রমাণিত হচ্ছে।

বি ডি ও লাঞ্ছিত

(ম পৃষ্ঠার পর)

বি ডি ও-কে অশালীন কথাবার্তা বলেন এবং অফিসের কর্মীদের শাসান। ডেপুটেশনের ধোঁয়া তুলে বিডিওকে ঘেরাও করা হয়। কংগ্রেসী বিধায়ক হাবিবুর রহমান এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সভাপতি আমজাদ আলীর উপস্থিতিতেই এইসব ঘটনা ঘটে। বিধায়কের উপস্থিতিতে বিডিওকে লাঞ্ছনার নিন্দা করেছেন বিডিও অফিসের কো-অর্ডিনেশন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অবাঞ্ছিত ঘটনাটি স্থানীয় অঞ্চলে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে—এই মন্তব্য করেন কংগ্রেসেরই এক প্রাক্তন সদস্য।

ABRIDGED TENDER NOTICE NO. 1 OF 1987-88

Sealed tenders are invited in WBF 2911/ii from the enlisted Classes of contractors of Central Irrign. Circle & I'& W. Deptt. as the case may be and bonafide outside contractor for the undermentioned F D. R. works on the Rt. bank of river Ganga in the Dist. of Murshidabad by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad. The names of the works, estimated cost and earnest moneys are :—

1. Emergent protection to bed bar No. 'A' at Khandua. Rs. 2,27,897/- Rs. 4,558/-
2. do do bed bar no. 'B' at Khandua. Rs. 2,17,913/- Rs. 4,358/-
3. do do bed bar no. 1 in Nayansukh reach. Rs. 5,03,898/- Rs. 10,078/-
4. do do bed bar no. 2 in Navansukh reach Rs. 2,62,015/- Rs. 5,240/-
5. Emergent protection works of bed bars of Sahebnagar mouza. Rs. 11,10,638/- Rs. 20,000/
6. Emergent protection to the bed bar no. E4 at Brahmangram-Hazarpur reach Rs. 1,69,534/- Rs. 3,391/-
7. do do to the bed bar no. N1 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 1,89,536/- Rs 3799/-
8. do do to the bed bar no. U1 & D1 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs 2,68,215/- Rs. 5,364/-
9. Flood damage repairs at Debipur reach. Rs. 2,05,552/ Rs. 4,111/-
10. do do do at Dhusuripara. Rs. 3,00,258/- Rs. 6,005/-

Details regarding time allowed tender documents and other particulars may be had from the above office upto 4-00 p. m in any working day.

Last date of application for purchasing tender is 18. 12. 87 upto 1-00 p. m.

Last date of receipt of tender is 24. 12. 87 upto 3-00 p. m.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division
P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad

ফসল ক্ষতিগ্রস্ত

ম পৃষ্ঠার পর)

সদর মহকুমায় শিশুদের জন্য ৬ টিন ল্যাকটোজেন দেওয়া হলেও এই মহকুমার শিশুদের ভাগ্যে তা জোটেনি। জঙ্গিপুর পুরসভা সূত্রে জানা যায়, পুরসভা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে রাস্তাঘাট সারাই ও গৃহহীন জনগণের জন্য গৃহনির্মাণের সাহায্য করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই বাবদ সরকারের কাছে সর্বনিম্ন ৫ লক্ষ টাকা ও সর্বাধিক ৯ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, সুষ্ঠুভাবে সবকিছু পাকাপোক্তভাবে নির্মাণ করতে হলে ৯ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারী সাহায্য পেতে হ'লে দুঃস্থ পরিবারগুলিকে সরাসরি বি, ডি, ও-র সাথে যোগাযোগ করতে বলা হ'য়েছে।

রাজনীতি চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তুলছেন। এই ঘটনায় গিরিয়া অঞ্চলের দুর্গত মানুষেরা অসহায় বোধ করছেন। ঘটনাটি এস ডি ও এবং বিডিও-র নজরে আনা হয়েছে। দুর্গত মানুষদের নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতির খেলা বন্ধ করার জন্য স্থানীয় মানুষেরা বিধায়কেরও হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর বাবুবাজারে সদর রাস্তার সন্নিকটে নয় শতক জায়গার উপর বাসের উপযোগী দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

নিখিলের চিমনির ভাটা
পিয়ারাপুর ও
জঙ্গিপুর সংবাদ

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের একটি কড়াই গাছ যাহা জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশন হইতে সোনাটিকুরী রাস্তার শ্রীকান্তবাটী মৌজার ৮১১নং দাগ সাইডল্যাণ্ডে অবস্থিত যাহার গুড়ি ১০' ফুট লম্বা ও বেড় ১২' ফুট। নিম্নলিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে বিক্রয় হইবে।

নিলাম স্থান : রঘুনাথগঞ্জ জিলা পরিষদ ডাকবাংলো।

তারিখ : ৩০-১১-৮৭ সোমবার, বেলা ১-০০ ঘটিকায়।

কে, এম, চক্রবর্তী
জিলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

Memo No. 615 (E) Date 19-11-87

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অরুণতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।